গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়
www.mocat.gov.bd
প্রশাসন -৩ অধিশাখা

বিষয়ঃ মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক গত ০৮/০৫/২০১৪ তারিখে এ মন্ত্রণালয় পরিদর্শনকালে প্রদত্ত নির্দেশনার আলোকে গৃহীত কার্যক্রমের (মে ২০১৫) বাস্তবায়ন অগ্রগতি প্রতিবেদন।

নং	মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর দিক নির্দেশনা	প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের মতামত	হালনাগাদ বাস্তবায়ন অগ্রগতি	বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ
১.	(ক) বিমানবন্দরগুলো আধুনিকায়নের মাধ্যমে এদেশকে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের সেতুবন্ধন হিসেবে গড়ে তুলতে হবে। বাংলাদেশ যাতে এভিয়েশন ক্ষেত্রে রিজিওনাল হাব হিসেবে গড়ে উঠতে পারে সেজন্য সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দিয়ে পরিকল্পনা করতে হবে।	সুনির্দিষ্ট তথ্য প্রদানের জন্য অনুরোধ করা হলো।	বাংলাদেশকে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের সেতুবন্ধন এবং এভিয়েশন সেক্টরে রিজিওনাল হাব হিসেবে গড়ে তোলার লক্ষ্যে বেসামরিক বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষ (বেবিচক) কর্তৃক দেশের ০৩টি আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরসহ কক্সবাজার বিমানবন্দরের উন্নয়ন ও আধুনিকায়নের লক্ষ্যে বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। তন্মধ্যে অতীব গুরুত্বপূর্ণ কার্যক্রমসমূহ নিম্নরূপ : ১। বাংলাদেশের বিমানবন্দরসমূহের সেফটি এবং সিকিউরিটি ব্যবস্থার উন্নয়ন: বাংলাদেশের এয়ার ট্রান্সপোর্ট সার্ভিস ব্যবস্থাকে অধিকতর নিরাপদ করার লক্ষ্যে কম্যুউনিকেশন ও নেভিগেশন ব্যবস্থার উন্নয়ন ও সিকিউরিটি ব্যবস্থাকে আধুনিকায়নের জন্য জাইকার অনুদানে জানুয়ারি ২০১৫ থেকে জুন ২০১৭ মেয়াদে প্রকল্পটি বাস্তবায়নাধীন রয়েছে। প্রকল্পের অনুকূলে জাইকা ও বাংলাদেশ সরকারের মধ্যে বিগত ৩১.০৩.২০১৪ তারিখে ২৪০২.০০ মিলিয়ন জাপানী ইয়েন সম্বলিত অনুদান চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। চুক্তি অনুযায়ী প্রকল্পের ডিপিপি ০৯.১২.২০১৪ তারিখে একনেক সভায় অনুমোদিত হয়েছে। উল্লেখ্য যে, বিগত ২৫.০৫.২০১৫ তারিখে প্রকল্পের অনুকূলে ঠিকাদার নিয়োগের নিমিত্ত জাপানে দরপত্র আহ্বান করা হয়েছে। দরপত্র জমাদানের শেষ তারিখ ০৮.০৭.২০১৫। ২। হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে ৩য় প্রান্তিক ভবন, ২য় রানওয়ে ও অন্যান্য অবকাঠামো উন্নয়নমূলক কাজ : উক্ত কাজ বাস্তবায়নের লক্ষ্যে কর্তৃপক্ষের নিজস্ব অর্থায়নে ৩৮৭৮.৯৬ লক্ষ টাকা ব্যয়ে অক্টোবর ২০১২ থেকে ডিসেম্বর ২০১৫ বাস্তবায়ন মেয়াদে "Consultancy services for Construction of 2^{nd} Runway and other infrastructure development works at Hazrat Shahjalal International Airport, Dhaka " প্রকল্প গ্রহণ করা হয়। ইতোমধ্যে আলোচ্য পরামর্শক সেবা প্রকল্পের ৯০% বাস্তব কাজ সম্পন্ন করা হয়েছে। পাশাপাশি মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশ মোতাবেক প্রয়োজনীয় কার্যক্রম চলমান রয়েছে।	বেসামরিক বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষ

(চলমান পাতা/২)

	(খ) এভিয়েশন ফুয়েলের মূল্য পার্শ্ববর্তী দেশসমূহের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ করার লক্ষ্যে কার্যক্রম গ্রহণ।	দ্রুত সর্বশেষ তথ্য প্রদানের জন্য অনুরোধ করা হল।	হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর ঢাকাতে লিটার প্রতি উড়োজাহাজের মূল্য আন্তর্জাতিক ফ্লাইটের জন্য নির্ধারণ করা হয়েছে ০.৬৭ মার্কিন ডলার (শুল্কমুক্ত) এবং অভ্যন্তরীণ ফ্লাইটের জন্য শুল্কসহ প্রতি লিটার ৭৬.০০ টাকা। বাংলাদেশের পার্শ্ববর্তী দেশ ভারতের কোলকাতায় বর্তমানে জ্বালানী তেলের মূল্য প্রতি লিটার ০.৫২১৪ মার্কিন ডলার, যা বাংলাদেশের ঢাকার জ্বালানী তেলের মূল্যের চেয়ে ০.১৪৮৬ মার্কিন ডলার কম। বৈদেশিক স্টেশন কর্তৃক প্রদত্ত জ্বালানী মূল্যের সাথে সামঞ্জস্য রেখে Aviation Fuel এর মূল্য হ্রাসকরণপূর্বক পুন:নির্ধারণের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য গত ২৮.০৫.২০১৪ তারিখে এ মন্ত্রণালয় হতে চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম কর্পোরেশন-কে অনুরোধ করা হয়। সে প্রেক্ষিতে বর্ণিত বিষয়ে গৃহীত পদক্ষেপ অবহিত করার জন্য গত ০৩.০৯.২০১৪ তারিখে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় হতে জ্বালানী ও খনিজ সম্পদ বিভাগকে অনুরোধ করা হয়। উক্ত পত্রের প্রেক্ষিতে এ বিষয়ে গৃহীত কার্যক্রম সম্পর্কে অবহিতকরণের লক্ষ্যে জ্বালানী ও খনিজ সম্পদ বিভাগ হতে গত ১৪.০৯.২০১৪ তারিখে চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম কর্পোরেশন বরাবর পত্র প্রেরণ করা হয়েছে। বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম কর্পোরেশন কর্তৃক কোন কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে কিনা সে বিষয়টি জ্বালানী ও খনিজ সম্পদ বিভাগ হতে এ মন্ত্রণালয়কে অদ্যাবধি অবহিত করা হয়নি। আবার, জ্বালানী তেলের মূল্যের উপর ভ্যাট আরোপ, এদেশে উড়োজাহাজের জ্বালানীর মূল্য অধিক হওয়ার একটি অন্যতম কারণ হওয়ায়, জ্বালানী তেলের উপর ধার্যকৃত ভ্যাট মওকুফ করার জন্য এ মন্ত্রণালয়ের সচিব মহোদয় গত ০১.০৪.২০১৫ তারিখে চেয়ারম্যান, জাতীয় রাজস্ব বোর্ড বরাবর ডি.ও.পত্রও দিয়েছেন।	বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্স লিমিটেড
২.	(ক) অনলাইন বুকিং, ই-টিকেটিং, ব্যবস্থাপনার উন্নয়নসহ বিমানের সেবার মানোন্নয়ন।	(ক) নির্দিষ্ট Time line জানানোর অনুরোধ।	বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্স লিমিটেড ২০০৭ সালের মার্চ থেকে ইলেকট্রনিক টিকেট (E-ticket) কার্যক্রম শুরু করেছে। তাছাড়া আগষ্ট ২০১০ থেকে অনলাইন বুকিং ব্যবস্থা প্রবর্তন করেছে। সম্মানিত যাত্রীগণ বিশ্বের যে কোন প্রান্ত থেকে ঘরে বসে বিমানের ওয়েবসাইট www.biman-airlines.com এর মাধ্যমে টিকেট বুকিং ও ক্রেডিট কার্ডের মাধ্যমে টিকেটের মূল্য পরিশোধ করতে পারেন। ফেব্রুয়ারি ২০১৩ থেকে ইন্টারনেট বুকিং কার্যক্রম আরও আধুনিকভাবে চালু করেছে। ডিসেম্বর ২০১৪ থেকে ট্রাভেল এজেন্সি পোর্টাল (TAP) পদ্ধতি পরিপূর্ণভাবে চালু করেছে। এর মাধ্যমে এজেন্টগণ ইন্টারনেটের মাধ্যমে বুকিং ও টিকেট করার সুযোগ পাবেন। হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে বিজনেস ক্লাস যাত্রীদের জন্য পৃথক ডেস্ক স্থাপন করা হয়েছে। বৃদ্ধ এবং অসুস্থ যাত্রীদের উন্নত সেবা প্রদানের জন্য নতুন হুইল চেয়ার সংগ্রহ করা হয়েছে। তদুপরি হুইল চেয়ার পরিচালনার জন্য মহিলা কর্মীকে নির্দিষ্টভাবে দায়িত্ব প্রদান করা হয়েছে এবং নতুন আরো হুইল চেয়ার ক্রয় প্রক্রিয়াধীন আছে।	বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্স লিমিটেড

(চলমান পাতা/৩)

	(খ) লাভজনক রুট চিহ্নিতকরণ ও বিমানের ফ্লাইট চালু করা।	খ) সুনির্দিষ্ট কর্মপরিকল্পনা জানানোর অনুরোধ।	গ্রীষ্মকালীন সময়সূচি ২০১৫ থেকে কুয়ালালামপুরে সাপ্তাহিক ফ্লাইট ৭টি থেকে ১০টি, জেদ্দায় ৫টি থেকে ৭টি, কুয়েতে ৩টি থেকে ৪টি এবং দাম্মামে ৩টি থেকে ৬টিতে উন্নীত করা হয়েছে। ২টি নতুন ৭৩৭-৮০০ উড়োজাহাজ নভেম্বর-ডিসেম্বর ২০১৫ সময়ে বোয়িং কোম্পানী থেকে সংগ্রহ করা হবে। শীতকালীন সময়সূচি ২০১৫ থেকে উপযুক্ত উড়োজাহাজ প্রাপ্যতা সাপেক্ষে গোয়াংজু (চীন), কলম্বো (শ্রীলংকা), মালে (মালদ্বীপ) ও টোকিও (জাপান) গন্তব্যে বিমানের ফ্লাইট পরিচালনার পরিকল্পনা রয়েছে। ক্রমাগত লোকসানের কারণে ইতোপূর্বে ঢাকা-ফ্রাংকফুর্ট ফ্লাইট পরিচালনা স্থগিত করা হয়েছে। একই কারণে গত ১০ এপ্রিল ২০১৫ তারিখ থেকে বিমানের ঢাকা-রোম ফ্লাইট পরিচালনা স্থগিত করা হয়েছে।	বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্স লিমিটেড
	গ) ছোট ছোট এয়ারক্রাফট সংগ্রহ করে অভ্যন্তরীণ ও আঞ্চলিক রুটে বিমানের ফ্লাইট পরিচালনার ব্যবসহা গ্রহণ।	(গ) নির্দিষ্ট Time line জানানোর অনুরোধ।	বিমান কর্তৃক ২টি ড্যাশ ৮-কিউ৪০০ উড়োজাহাজ ৫ বছর মেয়াদী লীজ গ্রহণের মাধ্যমে ০৬ এপ্রিল ২০১৫ তারিখ থেকে বিমানের সকল অভ্যন্তরীণ গন্তব্যে ফ্লাইট পরিচালনা করা হচ্ছে। এব্যতীত উক্ত উড়োজাহাজ দ্বারা ঢাকা-কোলকাতা ও চট্টগ্রাম-কোলকাতা রুটেও ফ্লাইট পরিচালনা করা হয়।	বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্স লিমিটেড
	(ঘ) কার্গো হ্যান্ডেলিং ও গ্রাউন্ড হ্যান্ডেলিং সেবা আন্তর্জাতিক মানে উন্নীত করার জন্য স্বনামধন্য আন্তর্জাতিক সংস্থার সাথে জয়েন্ট ভেঞ্চার।	(ঘ) Time line জানানোর অনুরোধ।	কার্গো হ্যান্ডেলিং ব্যবস্থা সেমি-অটোমেশনের মাধ্যমে মান উন্নয়নের পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে এবং বর্তমানে উহা বাস্তবায়নধীন রয়েছে। গ্রাউন্ড হ্যান্ডেলিং সেবার মান উন্নয়নের লক্ষ্যে জয়েন্ট ভেঞ্চার পার্টনারশীপ গঠনের জন্য কনসালটেন্ট নিয়োগ বিজ্ঞপ্তির প্রেক্ষিতে প্রাপ্ত আবেদনপত্রগুলো যাচাই বাছাই করে একটি প্রতিবেদন তৈরী করা হয়েছে। বিষয়টি বিমান পরিচালনা পর্ষদের সভায় আলোচনাক্রমে বিমানের ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও সিইও-কে সুপারিশ প্রদানের জন্য বলা হয়েছে। অন্তবর্তী সময়ে GSE বিভাগের বিকল ইকুইপমেন্ট সচল রাখা এবং প্রয়োজনে নতুন ইকুইপমেন্ট সংগ্রহের কার্যক্রম চলমান রয়েছে।	বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্স লিমিটেড
৩.	সুষ্ঠু হজ্ব ব্যবস্থাপনা এবং চলতি-বছরে নিজস্ব বিমানযোগে হজ্ব যাত্রী পরিবহন প্রসঙ্গে।	মন্ত্রণালয়ের পক্ষ হতে বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্স লিমিটেডকে ধন্যবাদ জ্ঞাপনের অনুরোধ করা হল।	২০১৪ সালের মতো ২০১৫ সালেও বিমান সম্মানিত হজ যাত্রীদের সুষ্ঠুভাবে পরিবহনের লক্ষ্যে সকল প্রকার প্রস্তুতি গ্রহণ করেছে। সর্বমোট ১,০১,৭৫৮ জন হজযাত্রী বিমান এবং সৌদি এয়ারলাইন্স পরিবহন করবে। বিমান এ বছর মোট ১১৩টি হজ ফ্লাইটের মাধ্যমে সর্বমোট হাজীর শতকরা ৫০ ভাগ অর্থাৎ ৫০,৪৭৯ জন পরিবহনের সকল প্রস্তুতি গ্রহণ করেছে।	বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্স লিমিটেড

(চলমান পাতা/৪)

৪.	বাংলাদেশকে চোরাচালানের করিডোর হিসেবে ব্যবহার করতে না দেয়াসহ বিমানবন্দরসমূহের নিরাপত্তা ব্যবস্থা আরো জোরদারকরণ, বিমান পথে মাদকদ্রব্য ও সোনা চোরাচালান রোধ করা প্রসঙ্গে।	চোরাচালানের সাথে সম্পৃক্ত কর্মকর্তা/কর্মচারীদের বিরুদ্ধে কী ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে-তা জানানোর জন্য অনুরোধ করা হল।	বিমান ফ্লাইটে সোনা চোরাচালান রোধকল্পে নানাবিধ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে:- বিমান ক্রুদের ব্যাগেজ আরও নিবিড় তল্লাশী করার জন্য কাস্টমস্ কর্তৃপক্ষকে অনুরোধ জানানো হয়েছে। বিমানবন্দরে বিভিন্ন জায়গায় চোরাচালান রোধকল্পে CCTV স্থাপনের কাজ প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। তাছাড়া হ্যাঙ্গার ক্যান্টিনে নিরাপত্তার জন্য ২৪ ঘন্টা ভিত্তিক ০১ জন আনসার সদস্য নিয়োজিত করা হয়েছে। হ্যাঙ্গারের পিছনে Barbed wire fencing তৈরী এবং হ্যাঙ্গার এলাকার প্রবেশ মুখে Access Control System with Metal Detector স্থাপনের ব্যবস্থা করা হচ্ছে। চোরাচালান রোধকল্পে, দুবাই হতে বিমানের টয়লেট বা অন্যান্য স্থানে, যাত্রী বা অন্য কোন ব্যক্তি যাতে স্বর্ণ আনতে না পারে সে বিষয়ে EK Group Security এর সাথে দ্বিপাক্ষিক চুক্তি প্রক্রিয়াধীন আছে মর্মে বিমান হতে জানানো হয়েছে। বিমান আরও জানিয়েছে যে, ইতোমধ্যে স্বর্ণ চোরাচালানের সাথে সম্পৃক্ততার অভিযোগে ০৯ জন স্থায়ী কর্মচারীকে চাকুরী হতে সাময়িকভাবে বরখাস্ত করা হয়েছে, ০৫ জন ক্যাজুয়াল ভিত্তিক কর্মচারীকে চাকুরীচ্যুত করা হয়েছে এবং ২জন স্থায়ী কর্মকর্তার বিরুদ্ধে বিভাগীয় শাস্তিমূলক ব্যবস্থা হিসেবে অভিযোগপত্র দায়ের করা হয়েছে, যা চলমান রয়েছে। উল্লেখ্য, বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত প্রতিবেদনসহ বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্স লিমিটেড এর সার্বিক কার্যক্রম বিষয়ে তদন্তপূর্বক প্রতিবেদন দাখিলের জন্য এ মন্ত্রণালয়ের প্রাক্তণ অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন ও পর্যটন) জনাব আবু হেনা মোঃ রহমাতুল মুনিম-কে তদন্তকারী কর্মকর্তা হিসেবে নিয়োগ করা হয়। তিনি এ মন্ত্রণালয়ের গত ২৯.০১.২০১৫ তারিখে তদন্ত প্রতিবেদন দাখিল করেন। দাখিলকৃত তদন্ত প্রতিবেদনের সুপারিশসমূহ বিমান পরিচালনা পর্ষদে উপস্থাপনপূর্বক বাস্তবায়নের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করে এ মন্ত্রণালয়কে অবহিতকরণের জন্য গত ১৫.০৩.২০১৫ ও ১৯.০৪.২০১৫ তারিখে বিমানকে অনুরোধ করা হয়েছে। বিমান হতে অদ্যাবধি কোন কিছু অবহিত করা হয়নি।	বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্স লিমিটেড
৫.	বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্স এর বিমানবালা ও ক্রুদের পোশাক এর ডিজাইন নির্ধারিত সময়ামান্তে পরিবর্তন করা।		বিমানের মহিলা কেবিন ক্রুগণ ইউনিফর্ম হিসাবে শাড়ি পরিধান করেন। বিমান বহরে ২০১১ সালে নতুন প্রজন্মের বোয়িং ৭৭৭ উড়োজাহাজ সংযোজনের সময় বিমানের ব্রান্ডিং কার্যক্রমের অংশ হিসাবে মহিলা কেবিন ক্রুদের Uniform পুনঃবিন্যাসের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয় এবং ভিন্ন ভিন্ন রং ও মোটিফের ০৭ (সাত) ধরনের শাড়ী নির্বাচন করা হয়। বর্তমানে বিমানের মহিলা কেবিন ক্রুদের ০৬ (ছয়) ধরনের শাড়ী সরবরাহ করা হচ্ছে। ক্রুদের পোশাকের ডিজাইন সময়ান্তে পরিবর্তনের বিষয়টি বিমান কর্তৃপক্ষের সক্রিয় বিবেচনাধীন রয়েছে। বিমানের ইমেজ, যাত্রীদের চাহিদা, দেশের প্রতিনিধিত্ব সর্বোপরি branding এর অংশ হিসেবে কেবিন ক্রু (মহিলা)দের ইউনিফর্ম (শাড়ী এবং অন্যান্য) নির্বাচন এবং প্রস্তুত করা হবে এবং পরিকল্পনা অনুযায়ী ২০১৬ সনে branding কার্যক্রম শুরু করার সাথে কেবিন ক্রু (মহিলা)দের এই নতুন uniform (শাড়ী ও অন্যান্য) উদ্বোধন করা হবে মর্মে বিমান হতে জানানো হয়েছে।	বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্স লিমিটেড

(চলমান পাতা/৫)

৬.	(ক) সেন্ট মার্টিন দ্বীপকে পর্যটকদের কাছে আরো আকর্ষণীয় করে তুলে ধরার পদক্ষেপ গ্রহণ। পর্যটকদের মাঝে সচেতনতা সৃষ্টি করে বীচ এর পরিচ্ছন্নতা ও নান্দনিকতা সংরক্ষণ এবং নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ।	গৃহীত কার্যক্রমের বিস্তারিত তথ্যাদি জানানোর জন্য অনুরোধ করা হল।	কক্সবাজার সমুদ্র সৈকতের ঝুঁকিপূর্ণ স্থানসমূহে বাংলাদেশ পর্যটন করপোরেশনের সহায়তা নিয়ে সী নেটিং স্থাপনের কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য এ মন্ত্রণালয় হতে বীজ ব্যবস্থাপনা কমিটির সভাপতি জেলা প্রশাসক, কক্সবাজার-কে অনুরোধ করা হয়েছে । পর্যটকদের নিরাপত্তা ও বীচ পরিচ্ছন্নতার জন্য নৌবাহিনী ও কোস্ট গার্ড কর্তৃক সাইন বোর্ড, ৪ জন বিচ কর্মী নিয়োগ ও প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। কক্সবাজার ও সেন্টমার্টিন সমুদ্র সৈকতে নেটিং/ফেন্সিং স্থাপনের বিষয়ে একটি বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের সাথে গত ২৭/১২/২০১৪ তারিখে বাপকে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। ইতোমধ্যে উক্ত প্রতিষ্ঠান হতে এ মন্ত্রণালয়ে প্রস্তাবিত কার্যক্রমের একটি সচিত্র প্রতিবেদন পাওয়ার পয়েন্টে প্রদর্শন করা হয়েছে। কক্সবাজারে উপযুক্ত স্থান চিহ্নিত করে সেখানে নেটিং/ফেন্সিং স্থাপন করাসহ সুবিধাদি প্রণয়নের বিষয়ে বেশ কিছু পরামর্শ দেয়া হয়েছে। সে অনুযায়ী বেসরকারি প্রতিষ্ঠানটি প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ করছে। অপরদিকে সেন্ট মার্টিন দ্বীপটি Ecologically Critical Area (ECA) উক্ত স্থানে সৈকত ঘিরে প্রবাল প্রচীর এবং বিরল প্রজাতির জী ব বৈচিত্র থাকায় সেখানে সী নেটিং/ফেন্সিং স্থাপনের বিষয়ে আরও পরীক্ষা-নিরীক্ষা করার প্রয়োজন রয়েছে মর্মে বাংলাদেশ পর্যটন করপোরেশন জানিয়েছে।	বাংলাদেশ পর্যটন করপোরেশন (বাপক), বাংলাদেশ ট্যুরিজম বোর্ড (বিটিবি) ও জেলা প্রশাসক, কক্সবাজার
	(খ) কক্সবাজার সমুদ্র সৈকতে অবস্থিত ঝাউবন জাতির জনক বঙ্গবন্ধু কর্তৃক সৃষ্ট। এর ফলে সমুদ্র তীরবর্তীর ভূমিক্ষয় রোধসহ প্রাকৃতিক দুর্যোগ প্রশমিতকরণসহ প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য বজায় রেখে সমুদ্র সৈকত এলাকায় বৃক্ষরোপন করা।	বিস্তারিত তথ্যাদি জানানোর জন্য অনুরোধ করা হল।	বিশ্ব-ব্যাংকের তত্ত্বাবধানে Bangladesh climate change resilience fund (BCCRF) এর অর্থায়নে Climate resilient participatory afforestation and reforestation project (CRPAR) এর আওতায় উপকূলীয় বন বিভাগ কর্তৃক ইতোমধ্যে ২৬৪ হেক্টর ম্যানগ্রোভ বাগান, ৫০ হেক্টর ঝাউবাগান সৃজন এবং ৩২ কিঃমিঃ গোলপাতার বাগান ও ১৫ কিঃমিঃ স্ট্রিপ বাগান সৃজন করা হচ্ছে। এছাড়া মহেশখালী পাহাড়ে ৬০ হেক্টর কোরজোনে ও ২০০ হেক্টর বাফার জোনে বাগান সৃজন করা হচ্ছে। এছাড়াও একই প্রকল্পের আওতায় কক্সবাজার দক্ষিণ বন বিভাগ কর্তৃক ৪৮৮ হেক্টর কোর জোন ও ৪২৫ হেক্টর বাফার জোনে বাগান ও ১০ হেক্টর স্ট্রিপ বাগান সৃজন করা হচ্ছে মর্মে বন বিভাগ সূত্রে জানা যায়।	প্রধান বন সংরক্ষক, বন বিভাগ, প্রশাসনিক জোন আগারগাঁও, ঢাকা।

(চলমান পাতা/৬)

৭.	কক্সবাজারে বিমানবন্দর উন্নয়নের জন্য ক্ষতিগ্রস্থদের পুনর্বাসন এবং শুটকী পল্লী নদীর অপর পাড়ে স্থাপন করে অতি সত্বর পুর্নবাসনের ব্যবস্থা গ্রহণ।	কর্মপরিকল্পনা জানানোর জন্য অনুরোধ করা হল।	আলোচ্য প্রকল্প বাস্তবায়নের স্বার্থে ক্ষতিগ্রস্থদের শুটকি পল্লী বাকখালী নদীর অপর পাড়ে পুনর্বাসনের নিমিত্তে জায়গা সিলেকশন করা হয়েছে। উল্লেখ্য, পুণর্বাসন বিষয়টি মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের আশ্রায়ণ প্রকল্প-২ এর কার্যক্রমের আওতাভূক্ত। এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে, মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনা মোতাবেক পুনর্বাসনের কার্যক্রমের ক্ষেত্রে স্লোপ প্রটেকশনসহ বেড়ী বাঁধ নির্মাণ ও মাটি ভরাট কাজের জন্য প্রায় ২১০.০০ কোটি (দুইশত দশ কোটি) টাকা এবং প্রকল্প এলাকায় সংযোগ স্থাপনের নিমিত্ত বাঁকখালী নদীর উপর ব্রীজ নির্মাণ কাজের প্রায় ২০০.০০ কোটি (দুইশত কোটি) টাকা অর্থাৎ মোট ৪১০.০০ কোটি (চারশত দশ কোটি) টাকা কক্সবাজার বিমানবন্দর উন্নয়ন (১ম পর্যায়) প্রকল্পের সংশোধিত ডিপিপিতে সংস্থান রাখার জন্য বেবিচককে বলা হয়েছে। এ ব্যাপারে সংশোধিত ডিপিপি প্রণয়ন করা হয়েছে। যথাশীঘ্রই তা মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হবে।	বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়, আশ্রায়ন প্রকল্প-২, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় এবং জেলা প্রশাসক, কক্সবাজার
৮.	সাবরাং এলাকায় বিশেষ পর্যটন এলাকা (Exclusive Tourist Zone) স্থাপনের জন্য দ্রুত জমি প্রাপ্তি ও পিপিপি কার্যালয়ের মাধ্যমে বিস্তারিত ফিজিবিলিটি স্ট্যাডি সম্পন্ন করা।	এতদসংক্রান্ত বিষয়ে বর্তমান অবস্থা জানানোর জন্য অনুরোধ করা হলো।	প্রস্তাবিত প্রকল্পটি Bangladesh Economic Zone Authority (BEZA) এর মাধ্যমে বাস্তবায়নের কার্যক্রম চলছে। এ বিষয়ে গত ১২/০৩/২০১৫ তারিখে বাংলাদেশ পর্যটন করপোরেশন ও বাংলাদেশ অর্থনৈতিক জোন অথরিটি এর মধ্যে MOU স্বাক্ষরিত হয়েছে। MOU অনুযায়ী পরবর্তী কার্যক্রম গ্রহণ করা হবে।	বাংলাদেশ পর্যটন করপোরেশন